দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ .... 11 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ......

অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট : ২০১০-১১
(১,৩২,১৭০ কোটি টাকা)
অর্থায়নের উৎস

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ:	
৭২,৫৯০ কোটি টাকা (৫৪.৯%)	
মূল্যসংযোজন কর	৩৭.৩%
আমদানী শুল্ক	১২.০%
আয়কর	২৮.৯%
সম্পূরক শুল্ক	১৭.৭%
অন্যান্য	১.০%

সর্বোচ্চ বরাদ্দ শিক্ষায়

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আর্থিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরে শিক্ষায় বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ১৭ হাজার ৯৫৯ কোটি টাকা। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে আগামী অর্থবছরে শিক্ষায় বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ৯ হাজার ৮৮৫ দশমিক ৩২ কোটি টাকা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে রাখা হয়েছে ৮ হাজার ৭৩ দশমিক ৯৫ কোটি টাকা।

চলতি অর্থবছরের তুলনায় দু'টি খাতে যথাক্রমে ১০ ও ১৮ শতাংশ বরাদ্দ বেড়েছে। এ বরাদ্দ ২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অপেক্ষা প্রায় ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ১৫ হাজার ৮২০ কোটি টাকা।

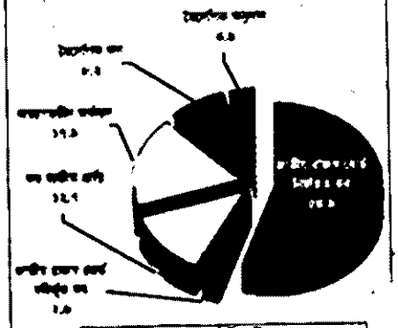

আগামী অর্থবছরে উপবৃত্তিতে ⇒ এরপর পৃষ্ঠা ১৯, কলাম ৫

সর্বোচ্চ বরাদ্দ শিক্ষায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও উপবৃত্তি দেয়া হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৪ হাজার ৫৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যা আগামী অর্থবছরে বাস্তবায়ন হবে। এছাড়া ঢাকা শহরের প্রান্তিক এলাকায় সরকারি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়বনের উন্নয়ন এবং শিক্ষাখাতে সংস্কারমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন, জেলা পর্যায়ে নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং উপজেলা পর্যায়ে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করা হবে আগামী অর্থবছরে। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যয়খাতসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যয় ধরা হয়েছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও খাতে শিক্ষক ও কর্মচারীদের সহায়তা প্রদান। গতবছরে এ ব্যয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট ব্যয়ের ৬৬ শতাংশ। ২০১০-১১ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারিদের আর্থিক সহায়তা বাবদ ৫ হাজার ৩১৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ বরাদ্দের পরিমাণ ৪ হাজার ৯শ' কোটি টাকা।

আগামী অর্থবছরে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে যুব শক্তিকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে কার্যকর কৌশল প্রণয়ন করা হবে। উচ্চ শিক্ষায় মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ২৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হবে আগামী অর্থবছরে। পাশাপাশি প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হবে। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় স্থাপন করা হবে ১ হাজার ৫শ' প্রাথমিক বিদ্যালয়।

২০১৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে এবং ২০২১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে কম্পিউটার ও কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার অঙ্গীকারের অংশ হিসাবে দেশের ৭টি বিভাগে উপজেলা পর্যায়ে মোট ১ হাজার ২০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং ৬টি মেট্রোপলিটন শহরের ২০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ে ১ হাজার ২০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে। আগামী অর্থবছরে এ খাতে অর্থবরাদ্দ রাখা হয়েছে।

গতবছর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত কমিয়ে আনার জন্য ৪৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যার মধ্যে ২০ হাজার জনকে ইতোমধ্যে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বাকিদের নিয়োগ চলছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের অনুরূপ শতকরা ১০০ ভাগ সরকার থেকে অনুদান হিসাবে প্রদানের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ে এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি, বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১ হাজার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, নতুন ৪০ হাজার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ (৩১ হাজার ৬৫০টি ইতোমধ্যে নির্মিত), সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ এবং চর, হাওর, চা-বাগান ও দুর্গম এলাকায় শিশুবান্ধব শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এর বাইরে দারিদ্র্যের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বিপুল সংখ্যক শিশুর শিক্ষা যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য ২০১৩ সাল পর্যন্ত সারাদেশে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ৪ হাজার ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে আগামী অর্থবছরে।